MIL — UNIT-3,

প্রশ্ন: আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে বিহারীলাল এক হিসেবে যুগপ্রবর্তক কবি — আলোচনা কর।

উত্তর: বিহারীলাল আধুনিক গীতিকাব্যের প্রথম সচেতন কবি এবং পরবর্তী কালে তাঁর আদর্শ ও মানসিকতা বাংলা কবিতায় ছাপ ফেলেছে তা বলা যেতে পারে। কবি বিহারীলাল মহাকাব্যের যুগে বাংলা গীতিকাব্যের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেইসময় পাঠকসমাজ মহাকাব্যের রসবাদে আবিষ্ট ছিলেন, গীতিকবিতার সুর তাদের কানে সেভাবে বাজে নি। কিন্তু ক্রমে মহাকাব্যের ধারা স্তিমিত হলে কবি বিহারীলালের গীতিকবিতা নূতন কবির মরমে প্রবেশ করল। কিছু কিছু ভক্ত তাঁর সান্নিধ্য লাভ করল। ক্রমে গীতিকবিতার একটি ভক্ত-গোষ্ঠী তৈরী হল। পাঠকসমাজও গীতিকবিতার দিকে যাত্রা করল। বাংলা কাব্যের পালাবদলের ইতিহাসে, এর প্রবর্তন পুরুষের বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫–১৮৯৪)। পরবর্তী কালে তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় গীতিকবিতায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁর সুরেই গীতিকবিতা রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। প্রথম দিকে বিহারীলাল শিক্ষিত কবিসমাজে প্রতিষ্ঠা পান নি। কবির তিরোধানের পর শিক্ষিত পাঠকসমাজ এই ভাবরসসমৃদ্ধ গীতিকবির যথার্থ মর্যাদা বুঝতে পেরেছিলেন।

বিহারীলাল কিছুকাল সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেছিলেন, সেই সূত্রে সংস্কৃত সাহিত্যের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল। এছাড়া ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ফলে

তাঁর কাব্যসাহিত্যে সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল — 'সঙ্গীতশতক' (১৮৬২), 'বঙ্গসুন্দরী', (১৮৭০), 'নিসর্গসন্দর্শন' (১৮৭০), 'বন্ধুবিয়োগ' (১৮৭০), 'প্রেমপ্রবাহিনী' (১৮৭০), সারদামঙ্গল (১৮৭৯), 'সাধের আসন' (১৮৮৮), 'বাউলবিংশতি' (১৯২৪)।

বিহারীলালের 'নিসর্গসন্দর্শনে' বহিঃপ্রকৃতির একটি প্রাণময় রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে প্রকৃতি এমন নিবিড়ভাবে কাব্যসাহিত্যে আসে নি। কবি বাস্তব জীবন ও সভ্যতার পাষাণপুরী ত্যাগ করে প্রকৃতির কোলে ফিরে যেতে চেয়েছেন। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর এই সম্পর্কটি পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে আরও চমৎকারভাবে পাওয়া যায়।

'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে তিনি কয়েকটি নারী চিত্র অঙ্কন করেছেন, সেখানে নারীকে সৌন্দর্যস্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যে নারী প্রত্যহ পরিচিত পরিবেশে, জননী-জায়া-কন্যা-ভগিনী-রূপে গৃহসংসারে আসীন, তাকেই তিনি 'সৌমস্বর্গের ইন্দ্রাণী' করে এঁকেছেন। কখনও তিনি এই নারীকে 'যোগেন্দ্রবালা' নাম দিয়েছেন, আর কখনও দেখেছেন — "জননীর কোলে শুয়ে শুয়ে শিশু ঘুমায়, অর্ধ আঁখি ফিরে মধুর হাসে," আর "স্নেহে তার পানে তাকায় তাকায় নয়নের জলে জননী ভাসে।" এই পরিচিত মাতৃমূর্তি ~~বিহারীলালের একটি~~ বাঙালীর নিজস্ব ঘরের সম্পদ।

'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসন' কাব্য দুটি একে অপরের পরিপূরক। 'সারদামঙ্গলে' প্রেম, করুণা, সৌন্দর্যের

যে আদর্শপ্রতিমা সারদারূপকের মারফতে চিত্রিত হয়েছে। এই সারদার সঙ্গে কবির যে মিস্টিক সম্পর্ক, তার যথার্থ তাৎপর্য সে যুগের পাঠকসমাজ অনেকেই ধরতে পারেন নি। কারণ মিস্টিক অনুভূতি এমন একটা ব্যক্তিসাধনা, যা স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়ময়তার দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় বিহারীলাল চক্রবর্তী ঊনবিংশ শতকে গীতিকাব্যের জনক হওয়ার একান্ত দাবিদার, কিন্তু সে যুগে তাঁর কাব্য সেভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি। কারণ রোমান্টিক কবি মাঝে মাঝে এতটা আত্মনিষ্ঠ হয়ে পড়তেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধি সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য লাগত। দ্বিতীয়ত: তিনি সচেতন শিল্পী ছিলেন না। কবি যেন নিজের অনুভূতিপুঞ্জ ব্যক্ত করেই নিশ্চিন্ত, শিল্পকলার দিকে তিনি সেভাবে নজর দিতেন না। শ্রোতা তাঁর কবিতার প্রতি উৎসুক কিনা সে সম্বন্ধে কবি কোনদিনই সচেতন ছিলেন না। তবে বিহারীলাল ~~আত্মভাবনাপ্রধান~~ আত্মভাবপ্রধান গীতিকাব্যের পথ খুলে দিয়েছিলেন, একথা সত্য। তাই আধুনিক গীতিকাব্যের পুরোচারী হিসাবে কবি বিহারীলাল চিরকালই শ্রদ্ধা লাভ করবেন।